3967 - কুরবানীর পশুর গোশত বণ্টন করার পদ্ধতি; খাওয়ার ক্ষত্রে ও সদকা করার ক্ষত্রে

প্রশ্ন

আমি আশা করব যে, আপনি এমন কোন হাদিস উল্লেখ করবেন যে হাদিসটি কোরবানীর পশুর গোশত তিনভাগে বণ্টন করার শুদ্ধতাকে প্রমাণ করে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহে কোরবানীর পশুর গোশ্ত সদকা করার নির্দেশ এসেছে; অনুরূপভাবে কোরবানীর পশুর গোশ্ত খাওয়া ও সংরক্ষণ করারও অনুমতি এসেছে। সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমে আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় ঈদুল আযহার সময় বেদুঈনদের কিছু পরিবার দুর্বল হয়ে পড়লে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা তিনদিনের পরিমাণ জমা রেখে অবশিষ্ট গোশত সদকা করে দাও। পরবর্তী সময়ে লোকেরা বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহ! লোকেরা তো কুরবানীর পশুর চামড়া দিয়ে পানপাত্র তৈরী করছে এবং এর চর্বি গলাচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাতে কী হয়েছে? তারা বলল: আপনি তো তিনদিনের অধিক কুরবানীর গোশত খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন: আমি তো বেদুঈনদের দুরবস্থা দেখে একথা বলেছিলাম। সুতরাং এখন তোমরা খাও ও সংরক্ষণ কর।[সহিহ মুসলিম (৩৬৪৩)] ইমাম নববী "শারহু মুসলিম"-এ বলেন: হাদিসের বাণী: "আমি তো বেদুঈনদের দুরবস্থা দেখে একথা বলেছিলাম" এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বেদুঈন দল এসেছিল তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ। হাদিসের বাণী: আমি তো বেদুঈনদের দুরবস্থা দেখে একথা বলেছিলাম। এখন তোমরা খাও ও সংরক্ষণ কর" তিনদিনের অধিক সময় গোশ্ত সংরক্ষণ করার নিষেধাজ্ঞা বাতিল হওয়ার পক্ষে সরাসরি দলিল। এ হাদিসে কুরবানীর পশুর গোশ্ত সদকা করা ও খাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। যদি কুরবানীটা নফল কুরবানী হয় তাহলে আমাদের মাযহাবের আলেমদের নিকট সঠিক হল: ন্যূনতম যতটুকু দিলে সদকা করেছে বলা সঠিক হবে ততটুকু সদকা করতে হবে; আর বেশির ভাগ অংশ দিয়ে সদকা করা মুস্তাহাব। তারা বলেন: পূর্ণতার ন্যূনতম রূপ হল: এক তৃতীয়াংশ খাওয়া, এক তৃতীয়াংশ সদকা করা এবং এক তৃতীয়াংশ হাদিয়া দেওয়া। এ মাসয়ালায় অন্য একটি অভিমত হল: অর্ধেক খাওয়া ও অর্ধেক দান করে দেওয়া। এই মতভেদ হল: মুস্তাহাবের উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করার ন্যূনতম পদ্ধতি। যদিও ন্যূনতম যতটুকু সদকা করলে সেটাকে সদকা করেছে বলা সঠিক হবে ততটুকু সদকা করাই যথেষ্ট; যেমনটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর কুরবানীর পশুর গোশ্ত খাওয়া মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়। জমহুর আলেম হাদিসের নির্দেশ তোমরা খাও কে ব্যাখ্যা

করছেনে মুস্তাহাব-অর্থে কংিবা বধৈতার অর্থ; বশিষেতঃ যহেতেু নর্িদশেটি নষিধোজ্ঞার পরে উদ্ধৃত হয়ছে।"[সমাপ্ত] ইমাম মালকে বলনে: খাওয়া, সদকা করা ও গরীবদরেকে কংিবা ধনীদরেকে গোশ্ত দওেয়ার নর্িদষ্টি কোন পরমিাণ নাই; কউে চাইলে কাঁচা গোশ্ত দতিে পারনে কংিবা রান্নাকৃত গোশ্ত দতিে পারনে। শাফয়েি মাযহাবরে আলমেগণ বলনে: অধকিাংশ সদকা করে দওেয়া মুস্তাহাব। তারা বলনে: পূর্ণতার ন্যূনতম রূপ হল: এক তৃতীয়াংশ খাওয়া, এক তৃতীয়াংশ দান করা ও এক তৃতীয়াংশ সদকা করে দওেয়া। তারা বলনে: অর্ধকে খাওয়াও জায়যে। সর্বাধকি শুদ্ধ অভমিত হল: কছিু পরমিাণ দান করা।"[নাইলুল আওতার (৫/১৪৫), আস্-সরিাজুল ওয়াহ্হাজ (৫৬৩)] ইমাম আহমাদ বলনে: আমাদরে অভমিত হল আব্দুল্লাহ্ বনি আব্বাস (রাঃ) এর হাদসি: "সে নজিে এক তৃতীয়াংশ খাবে, এক তৃতীয়াংশ খাওয়াবে (যে চায়); আর এক তৃতীয়াংশ মসিকীনদরেকে দান করবে।" হাদসিটি আবু মুসা আল-ইসফাহানি "আল-ওয়াযায়ফি" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করার পর বলনে: এটি হাসান হাদসি এবং ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) এর অভমিত। সাহাবীদরে মধ্যে অন্য কউে এ দুইজনরে সাথে ভন্নিমত পোষণ করছেনে মর্মে জানা যায় না।[আল-মুগনী (৮/৬৩২)]

কুরবানীর পশুর গোশ্ত কতটুকু দান করা ওয়াজবি— এ নয়িে মতভদেরে কারণ হল এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলোর বভিন্নিতা। কোন কোন হাদসিে যমেন বুরাইদা (রাঃ) এর হাদসিে নর্িদষ্টি কোন পরমিাণ নর্িধারণ করা হয়নি। তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "আমি তোমাদরেকে কুরবানীর গোশ্ত তনিদনিরে বশেি সময় (খতেে) নষিধে করছেলিাম; যাতে করে সামর্থ্যবান লোকেরো অস্বচ্ছল লোকদরে প্রতি হাত বাড়য়িে দতিে পার।ে এখন তোমরা যতদনি ইচ্ছা খতেে পার, খাওয়াতে পার এবং সংরক্ষণ করে রাখতে পার।"[হাদসিটি তরিমযিি তার সুনান গ্রন্থে (১৪৩০) বর্ণনা করার পর বলনে: এটি একটি হাসান সহহি হাদসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীদরে মধ্যে যারা আলমে ও অপরাপর আলমেগণরে এ হাদসিরে উপর আমল রয়ছে।ে]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।